গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়: সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব সাজ্জাদুল হাসান, ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার স্থান	:	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ ও সময়	:	০৮.০৫.২০১৮ খ্রি., বিকাল ৩.০০ টা
সভার উপস্থিতি তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করে জানান, বাংলাদেশের ১,১৮,৮১৩ বঃ কিঃ এলাকায় অর্জিত সমুদ্র সীমায় তেল গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও মৎস্য আহরণ এবং সমুদ্র সীমায় নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এর গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের সভায় দিকনির্দেশনামূলক কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৫/১২/২০১৫, ২৪/০৩/২০১৫/, ১৯/১০/২০১৫, ০২/১২/২০১৫ তারিখে ০৪(চার) টি সভা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯/১০/২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা-এর Blue Economy বিষয়ে এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করেন। Blue Economy বিষয়ে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আহবান জানান।

সমুদ্র সম্পদ আহরণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সমুদ্র বিশেষজ্ঞ, জিএসবি ও পেট্রোবাংলা ইত্যাদি সংস্থার প্রধানদের সহযোগিতায় সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি **Strategic Plan** এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা পর্যায়ে **Action Plan** প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত **২০/৮/২০১৪** তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) সমুদ্র সীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শীঘ্র স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ সকল কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইহা সমন্বয় করা হবে।

(খ) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।

(গ) সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণ করতে হবে।

(ঙ) সন্দীপ এলাকায় ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা যাবে কি না এবং ক্রস ড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কী না সে বিষয়ে স্টাডি করতে হবে।

(চ) বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নৌ প্রটোকল, আইন ইত্যাদি রিভিজিট করা যেতে পারে।

(ছ) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে।

(জ) বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।

(ঝ) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষতঃ বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন করতে হবে যাতে মহাসড়কের ওপর চাপ কম পড়ে।

(ঞ) সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস আহরণের সময় প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্রের তেল, গ্যাস ব্লকসমূহ কোন একক কোম্পানীর নিকট লীজ দেয়া যাবেনা। দেশের জনগণের কল্যাণ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তেল গ্যাস আহরণের জন্য ব্লক লীজ দিতে হবে।

(ট) দেশের সমুদ্র সীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিক সংখ্যায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে হবে।

(ঠ) কক্সবাজার-টেকনাফ ৪(চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। মেরিন ড্রাইভ এবং সাগর তীরের মধ্যে কোন হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা যাবেনা।

(ড) কক্সবাজার থেকে সমুদ্র তীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করতে হবে।

(ঢ) প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

(ণ) নতুন সমুদ্র সীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন, বিধি এবং প্রটোকলে কী পরিবর্তন করতে হবে তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ পরীক্ষা করে পদক্ষেপ নেবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত (ক) এর আলোকে মুখ্য সচিব মহোদয়কে সমন্বয়কারী এবং সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে যুগ্ম সমন্বয়কারী করে "সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়।

মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সমন্বয় কমিটির ১ম সভা বিগত ২৪/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/বিভাগ	মন্তব্য
ক .	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক স্বল্প ,মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ আগামী ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে কমিটির সমন্বয়কারী মুখ্য সচিব এবং সচিব,মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ও আহ্বায়ক, ওয়ার্কিং টীম এর নিকট প্রেরণ করবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা।	
খ .	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ,বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ,মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য সচিব ,মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট পরিচালক	সচিব,মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট ও আহ্বায়ক, ওয়ার্কিং টীম।	

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/বিভাগ	মন্তব্য
	এর সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং টীম গঠন করা হ'ল। গঠিত টীম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ,মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যক্রমে অগ্রগতি সমন্বয় করবে।		
গ .	সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান কোর্স চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	
ঘ.	বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্স।	
ঙ.	লিডিং বিভাগ হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর সভার আয়োজন করবে।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।	
চ .	সচিব ,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে পরবর্তী সভাগুলোতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।	
ছ.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্পারসো'র চেয়ারম্যানকে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটিতে কো-অপ্ট করা হ'ল।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।	

গত ১৯.১০.২০১৫ তারিখে মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/বিভাগ	মন্তব্য
(১)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা সমূহকে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হবে ।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা।	
(২)	লীডিং বিভাগ হিসেবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
(৩)	মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনে জাহাজ Outsourcing করা/FAO-কে অনুরোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ।	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
(৪)	সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রমের বিষয়ে সেমিনার করা ছাড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আর কী করেছে তা ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অবহিত করবে ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	
(৫)	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন যথেষ্ট নয় । পুনঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
(৬)	Maritime University-তে কী কী কোর্স রয়েছে, ইতোমধ্যে কী করা হয়েছে, ভবিষ্যতে কী করা হবে ইত্যাদির বিস্তারিত পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানাবে ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
(৭)	Maritime University নিয়ে মুখ্য সচিব ভিন্ন একটি সভা করবেন ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/বিভাগ	মন্তব্য
(৮)	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরকারি খরচে Multi-cliental Survey করার বিষয়টি পরীক্ষা করবে। BAPEX-এর অভিজ্ঞতা/দক্ষতা দিয়ে তা করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
(৯)	কক্সবাজার-টেকনাফ ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রেরণ করবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	
(১০)	নদী ড্রেজিং বিষয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাবে।	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	
(১১)	দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রতিবেদন দিবে।	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	
(১২)	নভেম্বর, ২০১৫ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ সংক্রান্ত পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	

গত **০২.১২.২০১৫** তারিখে মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্তব্য
(ক)	Blue Economy বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং তদানুযায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী জানুয়ারি, ২০১৬ -এর প্রথম সপ্তাহে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মশালার আয়োজন করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা বিষয়টি সমন্বয় করবেন।	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়	
(খ)	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমুদ্র সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমুদ্র সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক কোর্স শুরুর বিষয়ে সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স -এর পরামর্শক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -এর সাথে সমন্বয়পূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে প্রণীত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
(গ)	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অর্জিত সমুদ্র সীমা এলাকায় সমন্বিত সার্ভে ও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষণোত্তর প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে অবহিত করবে।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
(ঘ)	অর্জিত সমুদ্র সীমায় নিরাপত্তা রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিএসবি, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ -এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে আগামী সপ্তাহে পৃথক সভা আহ্বান করা হবে।	জিএসবি, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	
(ঙ)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ-কে 'সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি'-তে কো-অপ্ট করা হ'ল।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	

গত **১৫.১২.২০১৫** তারিখে মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্তব্য
(ক)	অর্জিত সমুদ্র সীমার সুষ্ঠু নিরাপত্তা বিধানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সভা আহ্বানের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মপরিধি নির্ধারণ করবে এবং এ বিষয়ে এক মাসের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রদান করবে।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	
(খ)	সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে নৌ-পরিবহন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কোস্টগার্ড এবং নৌ- বাহিনী সমন্বিতভাবে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।	নৌ-পরিবহন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কোস্টগার্ড এবং নৌ-বাহিনী	
(গ)	সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা বিধানের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো ধরণের MOU স্বাক্ষরের পূর্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানপূর্বক সমন্বিত সিদ্ধান্তের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	
(ঘ)	সমুদ্র বক্ষে তেল নিঃসরণসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা বা বিপদকালীন সময়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-বাহিনী এবং কোস্টগার্ড পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-বাহিনী এবং কোস্টগার্ড	
(ঙ)	নিরাপত্তা সংক্রান্ত MSAR ক্রয়ের বিষয়ে বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করবে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে প্রাপ্ত কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে অবহিত করবে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	
(চ)	মাছ ধরা নৌকা/ট্রলার সমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিট্রেশন সহ লাইসেন্স প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আগামী ০২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
(ছ)	বিলুপ্ত ছিটমহল-সম্বলিত ইউনিয়ন ও উপজেলা সমূহের জমির পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং নির্ধারণকৃত জমির পরিমাণের ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিতপূর্বক ইউনিয়ন/উপজেলার ম্যাপ অঙ্কনের বিষয়ে সার্ভে অব বাংলাদেশ জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	সার্ভে অব বাংলাদেশ	

গত ০৯.১০.২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্তব্য
(ক)	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অর্জিত সমুদ্র সীমায় প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ সম্পর্কিত ব্লক অনুসন্ধান ও ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি দ্রুত সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্তব্য
(খ)	অনুসন্ধানী জাহাজ ক্রয় অথবা ভাড়া করার বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
(গ)	অর্জিত সমুদ্র সীমায় মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ আহরণের নিমিত্ত অনুসন্ধানী জাহাজ ক্রয়/ভাড়া করার বিষয়ে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহের নিরূপিত চাহিদা অনুযায়ী সমুদ্র সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংসংস্থান মন্ত্রণালয়	
(ঙ)	নদ-নদীর মোহনা ও সমুদ্র বক্ষে ভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়-সীমা নিরূপণপূর্বক আগামী ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
(চ)	আকাশসীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিমান কোম্পানীসমূহের নিকট থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় একটি জরুরি ধারণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	
(ছ)	জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমি নির্বাচনপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	
(জ)	পানগাঁও নদী বন্দরের কার্যক্রম পুরোদমে চালু করার বিষয়ে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনকল্পে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	
(ঝ)	সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত নতুন বিভাগ সৃজনসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষক/প্রশিক্ষক তৈরীর জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
(ঞ)	সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা সমূহের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে আগামী ১৫(পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তীতে "সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (Blue Economy) সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ এখন পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত:

(ক) জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠূ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত **২০.০৮.২০১৪** তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং পরবর্তীতে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটির **২৪.০৩.২০১৫ ,১৯.১০.২০১৫ ,০২.১২.২০১৫ ,১৫.১২.২০১৫ এবং ০৯.১০.২০১৬** তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (মেট্রিক্স আকারে) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(খ) বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) প্রণয়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(গ) সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বাংলাদেশের অর্জিত সমুদ্র সীমায় যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি Data Bank তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঘ) লিডিং বিভাগ হিসেবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর সমন্বয় সভা আহ্বান করবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/৫/২০১৮
সাজ্জাদুল হাসান
ভারপ্রাপ্ত সচিব